ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 045 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৪৫ ● কলকাতা ● ০৩ ফাল্গুন , ১৪৩২ ● সোমবার ● ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

হেদিয়ায় অশনি সংকেত

সম্পাদকের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নে জীবনতলা, প্রশাসনের নীরবতায় বাড়ছে উৎকণ্ঠা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হেদিয়ার বাতাসে অস্বস্তির গন্ধ। অভিযোগ, এক নির্ভীক সম্পাদক ও সাংবাদিককে চুপ করাতে এলাকায় সক্রিয় হয়েছে প্রভাবশালী মহলের একাংশ। প্রাণনাশের আশঙ্কা, জাল নথি তৈরি করে জমির রেকর্ড বদলের চেষ্টা এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা—সব মিলিয়ে জীবনতলা থানা এলাকা ফের প্রশ্নের মুখে।

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের অভিযোগ, সমাজবিরোধী ভৈরব মন্ডল ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁর পুরনো বাড়ির আশপাশেই বসবাস করেন এবং দীর্ঘদিন ধরেই তাঁকে টার্গেট করা হচ্ছে। বিশেষ করে বাবলু মন্ডল ও রজনী সরদারের নাম উঠে এসেছে অভিযোগে। দাবি, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ভুয়ো কাগজপত্র তৈরি করে পৈত্রিক সম্পত্তির রেকর্ডে হস্তক্ষেপের চেষ্টা চলছে।

বাসন্তী সরদার নামে এক মহিলাকে সামনে এনে ওয়ারিশানা সংক্রান্ত বিভ্রান্তি তৈরির অভিযোগও সামনে এসেছে। মৃত্যুঞ্জয় সরদারের প্রশ্ন—বাসন্তী সরদারের প্রকৃত ঠিকানা কোথায়? তাঁর সঙ্গে অভিযুক্তদের সম্পর্ক কী? একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠছে, জমি সংক্রান্ত এমন গুরুতর অভিযোগে জীবনতলা থানার দৃশ্যমান পদক্ষেপ কোথায়?

সম্পাদকের দাবি, তিনি লিখিতভাবে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন, পুলিশ সুপারকেও অবহিত করেছেন। এমনকি হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার আবেদনও নাকি ঝুলে রয়েছে।

“আমার বা আমার পরিবারের কিছু হলে দায় কে নেবে?”—প্রশ্ন তুলেছেন মৃত্যুঞ্জয় সরদার। তাঁর দাবি, সত্যের পক্ষে লেখালিখির জেরেই এই চাপ ও হুমকি।

অভিযোগের সত্যতা যাচাই সাপেক্ষে প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপই এখন সময়ের দাবি। কারণ, একজন সম্পাদক যদি প্রকাশ্যে নিরাপত্তাহীনতার কথা জানান, আর তবু সুরাহা না মেলে—তবে সাধারণ মানুষের আস্থার জায়গা কোথায়? জীবনতলার আকাশে সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে।

পর্ব 204

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সেখানে সকাল সকাল অনেক পাখী জমে ছিল। সকালের বাতাবরণ হওয়াতে পাখীরা খুব কলরব করছিল। বিভিন্ন পাখী বিভিন্ন রকমের আওয়াজ করছিল। গুরুদেব বললেন, "ঐ গাছের দিকে দেখ, ঐ পাখীর দল কি কথা বলছে, বোঝবার চেষ্টা কর।" আমি দেখলাম যে শত শত সংখ্যায় পাখী ওখানে জমা ছিল এবং

ক্রমশঃ

প্রিয়জনকে হারালেন শেখ হাসিনা, শেষ বারের মতো মুখও দেখতে পেলেন না

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: প্রিয়জনকে হারালেন আওয়ামী লীগ সুপ্রিমো তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শেষ বার কাকাকে চোখের দেখাও দেখতে পেলেন না। রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে বাবা-মার কবরের পাশে বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কবির হোসেন কে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়েছে।১৯৪২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন শেখ কবির হোসেন। তাঁর বাবা ছিলেন খান সাহেব শেখ মোশাররফ হোসেন এবং মা রাহেলা খাতুন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছিলেন। আর তাঁর আপন তুতো ভাই ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তথা শেখ হাসিনার বাবা। কবির হোসেন পর্যটন কর্পোরেশন ও সোনালী ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। তবে ১৯৭৫ সালে তিনি সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১৩ বছর রাজত্ব করেছেন। তবে ২০২৪ সালের ২৮ অক্টোবর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি এই পদ থেকে পদত্যাগ করেন।যিনি সম্পর্কে শেখ হাসিনার কাকা ছিলেন। ২০২৪ সালের বাংলাদেশে সরকার বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়েই পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালান শেখ হাসিনা। তার পর থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন তিনি। তাই শেষবার কাকার দর্শন পেলেন না শেখ হাসিনা। জানা গিয়েছে, শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শেখ হাসিনার কাকা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গিয়েছেন।

আজ রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে কবির হোসেনের মরদেহ ঢাকা থেকে তাঁর গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গ্রামে পৈতৃক বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে ঘিরে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা। তাঁর মরদেহ টুঙ্গিপাড়া খান সাহেব শেখ মোশাররফ হোসেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে রাখা হয়েছিল। সেখানে তাঁকে 'গার্ড অব অর্নার' দেওয়া হয়। তারপর সেখানে অনুষ্ঠিত হয় জানাযার নামাজ। যেখানে উপস্থিত ছিলেন টুঙ্গিপাড়া-কোটালীপাড়া আসনের নব নির্বাচিত সংসদ সদস্য এস এম জিলানী, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক শরীফ রফিকউজ্জামান, শেখ কবিরের ভাই শেখ নাদির হোসেন লিপু। পাশাপাশি তাঁর পরিবারের আত্মীয়রাও ছিলেন। এরপরেই বিকেলে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে তাঁর বাবা-মার পাশে কবর দেওয়া হয়। যার ফলে তাঁর গোটা গ্রাম কান্নায় ভেঙে পড়ে।

রাজ্যে বিএ-এমএ-বিএসসি পাশ করেও যুবসাথী লাইনে যুবকরা, কেন লাগবে ভাতা?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মত রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে যুবসাথী আবেদন জমার কাজ। রাজ্যের ২৯৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রে ক্যাম্প করে এই আবেদন জমা নেওয়া হচ্ছে। ব্লক এ ব্লক এ ক্যাম্প করে চলছে আবেদন জমা। ১ এপ্রিল থেকে এই টাকা ঢুকতে শুরু করবে। মাধ্যমিক পাশ করলেই আবেদন করা যাবে।রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) থেকে শুরু হয়েছে যুবসাথী প্রকল্পে আবেদন জমার কাজ। এদিন রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভায় ক্যাম্প করে আবেদন জমা নেওয়া হচ্ছে। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে আবেদন জমা করার কাজ। যুবসাথীর সঙ্গে লক্ষ্মীর ভান্ডার, খেতমজুরদের বার্ষিক আর্থিক সহায়তা এবং কৃষকদের সেচের জল ব্যবহারের জলকর মকুব সংক্রান্ত আবেদনও জমা নেওয়া হচ্ছে। রবিবার সকাল ১০ টা থেকে শুরু হয়েছে যুবসাথী রেজিস্ট্রেশন। মাত্র দেড় ঘন্টার মধ্যে প্রায় ৩৪ হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়েছে শুধু যুবসাথীতেই।কিন্তু এই আবেদন করতে ক্যাম্পে পৌঁছে গিয়েছেন বিএ-এমএ-বিএসসি পাশ যুবকরাও।

রবিবার সকাল থেকেই সমস্ত ক্যাম্পে ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী বেকার যুবক-যুবতীদের লম্বা লাইনে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে। উচ্চশিক্ষিত হয়েও কেন ভাতার লাইনে? অনেকেই বলছেন, দেড় হাজার টাকায় খুব বেশি না হলেও যতটুকু চলে তাতেই সুবিধা। কেউ কেউ বলছেন, প্রতিদিন বাইকে দু লিটার তেল খরচ হয়। কিছু সাহায্য হলেও তো হবে। এদিন মাধ্যমিক পাস বাদে বিএ বিকম বিএসসি এমনকি এম এ পড়ুয়ারাও এই ভাতার লাইনে আবেদন করতে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের কথায়, ভাতার থেকে চাকরি বেশি দরকার। চাকরি না পেয়ে অনেকেই হতাশ হচ্ছেন। ভাতা নিয়ে কেউ সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। দেড় হাজার টাকায় তেমন কিছুই হয় না। তাও সামান্য প্রয়োজন মেটাতে যুবসাথি লাইনে দাঁড়িয়েছেন অনেকেই।

প্রধানমন্ত্রী ১৬ ফেব্রুয়ারি ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট এক্সপো ২০২৬ উদ্বোধন করবেন

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ বিকেল ৫টায় নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপমে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট এক্সপো ২০২৬ উদ্বোধন করবেন।

ভারত মন্ডপমে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট এক্সপো ২০২৬ আগামী ১৬ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হবে। এই এক্সপোটি জাতীয় পর্যায়ে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কর্মকাণ্ডের প্রদর্শনী হিসেবে কাজ করবে, যেখানে নীতি অনুশীলনের সঙ্গে

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী ১৬ ফেব্রুয়ারি ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট এক্সপো ২০২৬ উদ্বোধন করবেন

মিলিত হয়, উদ্ভাবন পরিমাপের সঙ্গে মিলিত হয় এবং প্রযুক্তি প্রতিদিনের নাগরিকের সঙ্গে মিলিত হয়।

৭০,০০০ বর্গমিটারেরও বেশি আয়তনের ১০টি অঙ্গনে বিস্তৃত এই এক্সপো বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি সংস্থা, স্টার্টআপ, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, রাজ্য সরকার এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের একত্রিত করবে। এক্সপোতে ১৩টি দেশের প্যাভিলিয়নও থাকবে, যা এআই ইকোসিস্টেমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদর্শন করবে। এর মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, সার্বিয়া, এস্তোনিয়া, তাজিকিস্তান এবং আফ্রিকার প্যাভিলিয়ন।

এই এক্সপোতে ৩০০ টিরও বেশি কিউরেটেড প্রদর্শনী প্যাভিলিয়ন এবং লাইভ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে, যা তিনটি বিষয়ভিত্তিক চক্র - মানুষ, পৃথিবী গ্রহ এবং অগ্রগতি জুড়ে নির্মিত হবে। এছাড়াও, এক্সপোতে ৬০০ টিরও বেশি উচ্চ-সম্ভাব্য স্টার্টআপ উপস্থিত থাকবে, যাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বব্যাপী প্রাসঙ্গিক এবং জনসংখ্যা-পরিমাপ সমাধান তৈরি করে। এই স্টার্টআপগুলি বাস্তব-বিশ্বের পরিবেশে ইতিমধ্যেই স্থাপন করা কার্যকরী সমাধানগুলি প্রদর্শন করবে।

ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট এক্সপো ২০২৬-এ আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি সহ ২.৫ লক্ষেরও বেশি দর্শনার্থীর অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই ইভেন্টের লক্ষ্য হল বিশ্বব্যাপী এআই ইকোসিস্টেমের মধ্যে নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এবং ব্যবসায়িক সুযোগ তৈরি করা।

৫০০ টিরও বেশি অধিবেশন আয়োজন করা হবে, যেখানে ৩২৫০ জনেরও বেশি দূরদর্শী বক্তা এবং প্যানেল সদস্য থাকবেন। এই অধিবেশনগুলিতে এআই-এর রূপান্তরমূলক প্রভাবকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং প্রতিটি বিশ্ব নাগরিককে এআই-এর সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য ভবিষ্যতের পদক্ষেপগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের প্রতি হেরাথ পোশতেকে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতিফলনকারী পবিত্র উৎসব হেরাথ পোশতেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। "এই পবিত্র উপলক্ষে, আমি সকলের জীবনে সুস্থতা এবং প্রাচুর্যের জন্য প্রার্থনা করি। এটি সাফল্যের নতুন পথ খুলে দিক এবং প্রতিটি ঘর আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরে দিক", শ্রী মোদী বলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন:

"হেরাথ পোশতে!

এই পবিত্র উৎসব আমাদের কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে।

এই পবিত্র উপলক্ষে, আমি সকলের জীবনে সুস্থতা এবং প্রাচুর্যের জন্য প্রার্থনা করি। এটি সাফল্যের নতুন পথ খুলে দিক এবং প্রতিটি ঘর আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরে দিক।"

ঝগড়া থেকে হাতাহাতি, প্রথম দিনই রণক্ষেত্র চোপড়ার যুবসাথী ক্যাম্প!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সরকারের নয়া প্রকল্প যুবসাথী চালুর প্রথম দিনই অশান্তির সাক্ষী রইল উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া। বেকার ভাতা পেতে এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্তিকরণের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা আবেদনকারীদের মধ্যে সামান্য ঝগড়া থেকে আচমকা হাতাহাতির চেহারা নিল। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায় যে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক তরুণ-তরুণীই ভয়ে লাইন থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে যান।অন্যদিকে, মালদহের চাঁচল বিধানসভা এলাকাতেও যুবসাথী ক্যাম্পে ফর্ম বিলি করাকে কেন্দ্র করে ধস্তাধস্তি, উত্তেজনা। ফর্ম নেওয়ার জন্য মহিলা ও যুবকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি ঘিরেই এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। বারবার মাইকিং করা হলেও ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয়েছে পুলিশ ও প্রশাসনকে।মারধরের জেরে জখম হন দু'জন। তবে খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি পুলিশবাহিনী পৌঁছয়। মারামারির ঘটনায় জড়িত অভিযুক্ত যুবকদের দ্রুত লাইনে থেকে হটিয়ে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে তাতে অশান্তি আরও বেড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে থমকে যায় ফর্ম তোলার কাজ। তবে শেষমেশ পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংগ্রহের খাতিরে স্টার্টআপ ইন্ডিয়া ফান্ড অফ ফান্ডস ২.০ অনুমোদন করল মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ভারতের ক্রমবর্ধমান স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মোট ১০,০০০ কোটি টাকার স্টার্টআপ ইন্ডিয়া ফান্ড অফ ফান্ডস ২.০ (স্টার্টআপ ইন্ডিয়া এফওএফ ২.০) প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদী দেশীয় মূলধন সংগ্রহ, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইকোসিস্টেম বা শিল্পোদ্যোগী মূলধনী বাস্তব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ এবং দেশজুড়ে উদ্ভাবনী-নেতৃত্বাধীন উদ্যোক্তাদের সমর্থন করে ভারতের স্টার্টআপ যাত্রার পরবর্তী ধাপকে ত্বরান্বিত করার জন্য এই প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে।

স্টার্টআপ ইন্ডিয়া উদ্যোগের অধীনে চালু হওয়া, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া এফওএফ ২.০ ভারতকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় স্টার্টআপ দেশগুলির মধ্যে একটি করে তোলার জন্য প্রায় এক দশকের টেকসই প্রচেষ্টার উপর ভিত্তি করে। ২০১৬ সালে স্টার্টআপ ইন্ডিয়া চালু হওয়ার পর থেকে, ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে অসাধারণ রূপান্তর দেখা গেছে, যা ৫০০ টিরও কম স্টার্টআপ থেকে আজ ২ লক্ষেরও বেশি স্টার্টআপে উন্নীত হয়েছে, যা শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়ন বিভাগ (ডিপিআইআইটি)-এর দ্বারা স্বীকৃত, এবং ২০২৫ সাল ছিল সর্বোচ্চ বার্ষিক স্টার্টআপ নিবন্ধন।

স্টার্টআপের জন্য তহবিলের তহবিল ১.০-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি।

স্টার্টআপ ইন্ডিয়া এফওএফ ২.০ স্টার্টআপসের জন্য তহবিল (এফএফএস১.০) এর শক্তিশালী কর্মক্ষমতা অনুসরণ করে, যা ২০১৬ সালে চালু হয়েছিল তহবিল ঘাটতি পূরণ করতে এবং স্টার্টআপগুলির জন্য দেশীয় ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বাজারকে অনুঘটক করার জন্য।

এফএফএস ১.০ এর অধীনে, ১০,০০০ কোটি টাকার পুরো তহবিল

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সভা করতে চায় বঙ্গ-বিজেপি

বঙ্গ-বিজেপির সংগঠন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তাই এবারের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পথসভা, জেলায় সমাবেশ এবং ছোট ছোট সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বঙ্গ-বিজেপি। আর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে তথ্য দিয়ে জানানো হয়েছিল সংগঠন শক্তিশালীই রয়েছে। এবার বাংলায় বিজেপির সরকার হবে। কিন্তু নীতিন নবীন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হওয়ার পর বাংলার সংগঠন নিয়ে সরেজমিনে দেখেন।এছাড়া শনিবার বঙ্গ-বিজেপির কোর কমিটির বৈঠক হয় সল্টলেক বিজেপি দফতরে। কেন্দ্রীয় নির্বাচনী পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব, সহ-পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেব ছাড়াও কেন্দ্রীয় একাধিক নেতারা এবং শমীক ভট্টাচার্য ও শুভেন্দু অধিকারীও উপস্থিত ছিলেন। শুভেন্দু অধিকারী সেখানে পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে কিছুক্ষণের জন্য বৈঠকে থেকে অন্য কর্মসূচিতে চলে যান। রথযাত্রা, ব্রিগেড সমাবেশ এবং প্রার্থী তালিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ওই বৈঠকে। তবে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে যদি সত্যিই সমাবেশ হয় তাহলে সংগঠনের হাল সামনে চলে আসবে। তাই এই সমাবেশ হবে কিনা সেটা নিয়ে সন্দিহান সবপক্ষই।আর তখনই সংগঠন নিয়ে সাজানো রিপোর্ট ফাঁস হয়ে যায়। এই দেখে বেজায় চটে যান নীতিন। তাই শাস্তি হিসাবে বঙ্গ-বিজেপির উপর নতুন দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় বলে সূত্রের খবর।

এদিকে সংগঠন কতটা শক্তিশালী তা দেখতে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বঙ্গ-বিজেপিকে। আর তাতেই এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা বঙ্গ-বিজেপির নেতাদের। তাঁরা চান না ব্রিগেড সমাবেশ হোক। কিন্তু চাপে পড়ে এখন মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রীর সভা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে করার কথা ভাবছেন পদ্ম-নেতারা। যাতে লোকজন জোগাড় করা সম্ভব হয়। তাই প্রশ্ন উঠছে, মোদির সভায় লোক হবে তো? এমন পরিস্থিতিতে ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে ব্রিগেড সমাবেশের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হয়নি। ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করতে দক্ষিণবঙ্গের দলের একাধিক সাংগঠনিক জোন থেকে রথযাত্রা শুরু করতে চলেছে বিজেপি। আর ওই রথগুলি ব্রিগেডে আসবে বলে সূত্রের খবর।

অন্যদিকে এভাবে মাঠ ভরানোর পরিকল্পনা করেছে বঙ্গ-বিজেপির নেতারা। কারণ সর্বভারতীয় সভাপতির সামনে যদি সংগঠনের বেহাল অবস্থা ধরা পড়ে যায় তাহলে রোষানলে পড়তে হবে। সেটা থেকে বাঁচতেই দোলযাত্রার পরই বাংলায় রথযাত্রা কর্মসূচি শুরু করতে চায় গেরুয়া শিবির। আর মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই জনসভা শুরু হয়ে যাবে। মোদি-শাহদের একাধিক জনসভা করার পরিকল্পনা নিয়েছে গেরুয়া নেতারা বাংলায়। তবে ব্রিগেডে জনসভা করতে হচ্ছে চাপে পড়ে। এটা কখনই পরিকল্পনায় ছিল না। তাই ব্রিগেডের সভায় মাঠ ভরাতে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা থেকে নিয়ে আসা হবে কর্মীদের। এমনকী শিলিগুড়িতেও নরেন্দ্র মোদিকে দিয়ে একটা বড় জনসভা করানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

টেন্ডার

TENDER NOTICE

Tender is invited though offline Bid System vide **NIT No. 13/Rampara-IGP/2025-26, With Vide Memo No. -22/Ram-I/15th CFC (Untied/Tied)/2025-26 Dated: 13-02-2026** by the Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last Date of Application **21-02-2026 up to 12.00 NOON Hours**. Interested contractors please visit Prodhan of Rampara-I Gram panchayat

Sd/-, Prodhan
Rampara-I Gram Panchayet
Rampara, Murshidaba

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(উনিশতম পর্ব)

মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্যে আমাকে এবার রেখে গেছেন।” তবেই সারদাদেবী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: ‘ও সারদা-স্বরস্বতী-জ্ঞান দিতে এসছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যান হয়। তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে’। ও (সারদা) জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধি মতী। তেলোভেলোর মাঠে এক দস্যুদম্পতি সারদাদেবীকে কালীরূপে দেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুস্পপুত্র শ্রীমায়ের স্বমুখেই শুনেছিলেন যে, শ্রী শ্রী মা স্বয়ং মা-কালী, জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়িতে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

ঝগড়া থেকে হাতাহাতি, প্রথম দিনই রণক্ষেত্র চোপড়ার যুবসাথী ক্যাম্প!

রবিবার দুপুরে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় বিডিও কার্যালয় চত্বরে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। মারামারির জেরে প্রকল্পের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বাধ্য হন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। অবশেষে ব্লক প্রশাসন ও পুলিশের তৎপরতায় ফের নাম নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু হলেও লাইনে ভিড় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। যদিও গোলমালের ঘটনার সঙ্গে নাম নথিভুক্তকরণের কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেছেন চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাঝি।

যুবসাথী প্রকল্পের আবেদনে দীর্ঘ লাইন। নিজস্ব ছবি

পুলিশ সূত্রে খবর, লাইনে দুই যুবকের মধ্যে প্রাথমিকভাবে কথা কাটাকাটি থেকে ঝামেলা, হাতাহাতির মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাঁদের লাইন থেকে বের করে দেওয়া হয়। এটা দু’জনের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ইসলামপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা বলেন, “মারামারির ঘটনা সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ কেউ লিখিতভাবে জানাননি। সামান্য গোলমাল হয়েছিল। পুলিশ পৌঁছলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়।”

এদিন সকাল থেকেই যুবসাথী প্রকল্পে নাম নথিভুক্তের জন্য তরুণ-তরুণীদের লাইনে ভিড় উপচে পড়েছিল উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া বিডিও কার্যালয় চত্বরে। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রথম থেকেই ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল যথেষ্ট পুলিশকর্মী। ফলে নাম নথিভুক্তকরণের কাজ চলছিল ভালোভাবেই। কিন্তু সাড়ে তিন ঘন্টা গড়াতে না গড়াইতে লাইনে দাঁড়িয়ে দুই যুবকের মধ্যে বচসা শুরু হয়। তাতেই এত বড় বিশৃঙ্খলা তৈরি হল বলে জানিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সুকুমার সেন তারাকল্পনার সঙ্গে কালীকল্পনার সংযোগ দেখেছেন। মহাচীনক্রম-তারা (মহাচীনতারা সম্পর্কে বলছেন সুকুমার) “কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজ একবক্ত্র ত্রিনেত্র দ্রংষ্টাকরাল খর্ব লম্বোদর মুণ্ডমালা ব্যাঘ্রচর্মপরিধান শবারূঢ় রক্তপদ্মে অধিষ্ঠিত।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

নর্থ ও সাউথ ব্লক থেকে 'সেবা তীর্থ' এবং 'কর্তব্য ভবন'-এ স্থানান্তরের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা : 'যুগে যুগে ভারত' জাতীয় জাদুঘরের পথ প্রশস্ত হয়েছে

নতুন দিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আজ, বিক্রম সংবৎ ২০৮২... ফাল্গুন কৃষ্ণপক্ষ... বিজয়া একাদশী... মাঘ ২৪, ১৯৪৭ সালের শকা সংবৎ-এর শুভ মুহূর্ত উপলক্ষে...

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে নতুন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় উৎসর্গ করেন। এটি এখন 'সেবা তীর্থ' নামে পরিচিত হবে।

ভারতকে ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার জন্য ব্রিটিশরা নর্থ ও সাউথ ব্লক তৈরি করেছিল। যদিও ভারত ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে,কিন্তু তৎকালীন সরকার এই ভবনগুলি তাদের কার্য সম্পাদনের জন্য রেখে দিয়েছিল। স্বাধীনতার পর থেকে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সাউথ ব্লকের এই ভবন থেকে কাজ করে আসছে।

আজ, আমরা আনন্দিত যে সাউথ ব্লকের এই কক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি কেবল স্থান পরিবর্তনের মুহূর্ত নয়; এটি ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের সঙ্গমেরও একটি মুহূর্ত। এই কমপ্লেক্স দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা এবং তারপর স্বাধীন ভারতের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এবং রূপদান করেছে। এই কমপ্লেক্স দেশের ১৬ জন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সাক্ষী হয়েছে। নেহেরু জি থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি পর্যন্ত সকলের পদচিহ্ন এই ভবনের সিঁড়িতে রয়েছে। এই ভবনের সিঁড়িতে ওঠা সিঁড়ি দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

বিগত দশকগুলিতে, সংবিধানের আদর্শ, জনগণের কাছ থেকে পাওয়া ম্যান্ডেট এবং দেশের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এখানে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখানে, ভারতের সাফল্য উদযাপন করা হয়েছে, ব্যর্থতা মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং সংকট ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শক্তিশালী এবং বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এখানে বসে, কয়েক প্রজন্মের কর্মকর্তারা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যা স্বাধীনতার পরপরই ভারতকে অনিশ্চয়তা থেকে বের করে এনে স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সকলের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং সংকট থেকে বেরিয়ে এসে, আজ ভারত একটি আত্মবিশ্বাসী দেশ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

বর্তমান ভারত বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতির দেশ। ভারত একটি নিরাপদ এবং সক্ষম দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্মে তার স্পষ্ট এবং কার্যকর কণ্ঠস্বর তুলে ধরেছে।

গত দশকে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জির নেতৃত্বে, সাউথ ব্লক দেশের অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এই স্থানটি ন্যূনতম সরকার, সর্বোচ্চ শাসনের অনুপ্রেরণার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। এখান থেকে যাত্রা শুরু করা সংস্কার এক্সপ্রেস সারা দেশের উৎসাহ অর্জন করে। এখান থেকে, ডিবিটি, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, দরিদ্রদের কল্যাণ সম্পর্কিত প্রচার, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, জিএসটি-এর মতো বিস্তৃত সংস্কার বাস্তব রূপ নিয়েছে। এখান থেকে, ৩৭০ ধারার প্রাচীর ভেঙে ফেলা এবং তিন তালাকের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের মতো সামাজিক ন্যায়বিচারের সাহসী এবং সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এখান থেকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, বিমান হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল। এর মাধ্যমে ভারত বিশ্বকে নিজের দৃঢ় এবং আত্মবিশ্বাসী সুরক্ষা নীতির স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিল।

আজ, দেশ একটি উন্নত ভবিষ্যতের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এর জন্য, একটি আধুনিক, প্রযুক্তিগত এবং পরিবেশবান্ধব অফিসের প্রয়োজন ছিল। এমন একটি কর্মক্ষেত্র যা এখানে কর্মরত প্রত্যেক কর্মযোগীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং সেবার প্রতি তার সংকল্পকে উৎসাহিত করে।

এই চিন্তাভাবনা নিয়ে, সাউথ ব্লকের উদ্বোধনের প্রায় ৯৫ বছর পর, আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে, ভারত সরকার এই ভবনগুলি খালি করে 'সেবা তীর্থ' এবং 'কর্তব্য ভবন'-এ স্থানান্তরিত করছে। প্রতীকীভাবে, এটি দাসত্বের অতীত থেকে 'উন্নত ভারত'-এর ভবিষ্যতের দিকে দেশের আরেকটি পদক্ষেপ। বিগত বছরগুলিতে, 'ক্ষমতার' সংস্কৃতির পরিবর্তে, দেশে 'সেবার' সংস্কৃতি শক্তিশালী হয়েছে। আজকের এই পরিবর্তন এই মূল্যবোধগুলিকে আরও শক্তিশালী করবে।

আজ, মন্ত্রিসভা নর্থ এবং সাউথ ব্লকগুলিকে "যুগে যুগে ভারত" জাতীয় জাদুঘরের অংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই জাদুঘর আমাদের কালজয়ী এবং চিরন্তন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপন করবে এবং আমাদের গৌরবময় অতীতকে একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের সঙ্গে সংযুক্ত করবে।

শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলকে ঔপনিবেশিক অতীত থেকে মুক্ত করে নতুন ভারতের 'সেবা তীর্থ'-এ রূপান্তরিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

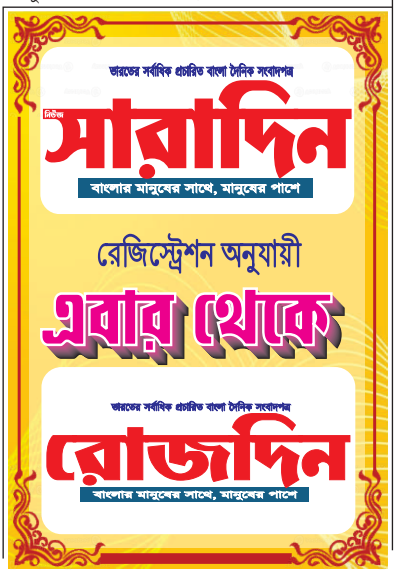

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

গ্রেফতার এড়াতে বাংলাদেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন ইউনূসের লুটেরা সঙ্গীরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: ১৮ মাসে অবৈধ সরকারের শীর্ষ পদে থেকে হাজার-হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি করা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গীরা গ্রেফতারির ভয়ে দেশ ছাড়তে শুরু করেছেন। দেশে যখন পরবর্তী সরকার গঠনের প্রক্রিয়া চলছে তখন চুপিসাড়ে দেশ ছেড়েছেন ইউনূসের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।ঢাকা বিমানবন্দরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এদিন সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে দুবাইগামী এমিরেটসের ফ্লাইটে বাংলাদেশ ছেড়েছেন ফৈয়াজ। ঢাকা ত্যাগের সময় নেদারল্যান্ডসের পাসপোর্ট

NMF001DH5 ব্যবহার করেছেন। কূটনৈতিক পাসপোর্ট এবং ব্যক্তিগত পাসপোর্ট দুটোই ছিল। তবে ব্যক্তিগত পাসপোর্ট ব্যবহার করলে দায়িত্বরত পুলিশ ফয়েজের কাছে বিদেশ গমনে সরকারি আদেশ তথা জিও দেখতে চান। তবে এ সময় ফয়েজ তৈয়্যবের কাছে জিও ছিল না। ফলে তাঁকে আটকে দেওয়া হয়। এর পরেই মোবাইল ফোনে ইউনূসের কার্যালয়ে যোগাযোগ করে সরকারি আদেশ তৈরি করান ফয়েজ। সেই আদেশের সফট কপি অভিবাসন আধিকারিকদের দেখিয়েই ইমিগ্রেশন পার করেন। সূত্রের খবর, দেশ ছাড়ার জন্য ঢাকা বিমানবন্দরে হাজির হয়েছেন ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম। শনিবার রাত ১.৫৫ মিনিটে মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের বিমানের (MH197) টিকিট রয়েছে তার।আজ শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট 'ইকে ৫৮৩'-এর যাত্রী হয়ে দেশ ছেড়েছেন তিনি। দেশ থেকে পালানোর চেষ্টা করছেন ইউনূসের প্রেস সচিব তথা বাংলাদেশে 'মব মুলুকের' উদ্যোক্তা তথা জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর শীর্ষ নেতা শফিকুল আলম। আরও বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা ও প্রশাসনিক আধিকারিক দেশ ছাড়ার তোড়জোড় শুরু করেছেন।

২০২৪ সালের ৫ অগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরে নেদারল্যান্ডসের নাগরিক ফয়েজ তৈয়্যবকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগে 'পলিসি অ্যাডভাইজার (সংস্কার ও সমন্বয়)' পদে নিয়োগ করেন মুহাম্মদ ইউনূস। ফয়েজ মূলত ইউনূসের বড় কন্যা মণিকার প্রেমিক হিসাবেই পরিচিত। দুজনের মধ্যে এখনও পরকীয়া সম্পর্কও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উপদেষ্টা পদ থেকে পদত্যাগ করেন নাহিদ ইসলাম। গত বছরের ৫ মার্চ ওই জায়গায় প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ পান ইউনূসের বিশেষ স্নেহের পাত্র ফয়েজ আহমদ।

(৩ পাতার পর)

ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংগ্রহের খাতিরে স্টার্টআপ ইন্ডিয়া ফান্ড অফ ফান্ডস ২.০ অনুমোদন করল মন্ত্রিসভা

১৪৫টি বিকল্প বিনিয়োগ তহবিলে (এআইএফ) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই ধরণের সমর্থিত এআইএফগুলি কৃষি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, অটোমোটিভ, ক্লিন টেক, ভোগ্যপণ্য ও পরিষেবা, ই-কমার্স, শিক্ষা, ফিনটেক, খাদ্য ও পানীয়, স্বাস্থ্যসেবা, উৎপাদন, মহাকাশ প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তির মতো অন্যান্য ক্ষেত্রে দেশজুড়ে ১,৩৭০টিরও বেশি স্টার্টআপে ২৫,৫০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করেছে।

এফএফএস ১.০ প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠাতাদের লালন-পালন, বেসরকারি পুঁজিতে ভিড় জমানো এবং ভারতের ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইকোসিস্টেমের বা শিল্পোদ্যোগী মূলধনী বাস্তব্যবস্থার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্য:

প্রথম পর্যায়ে ইকোসিস্টেম তৈরি হলেও, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া এফওএফ ২.০ ভারতীয় উদ্ভাবনকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। নতুন তহবিলে একটি লক্ষ্যবস্তু, বিভক্ত তহবিল পদ্ধতি থাকবে যা সমর্থন করবে:

গভীর প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তি-চালিত উদ্ভাবনী উৎপাদন: ধৈর্যশীল, দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের প্রয়োজন এমন উচ্চ-প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রগুলিতে অগ্রগতিগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

প্রাথমিক বৃদ্ধির পর্যায়ের প্রতিষ্ঠাতাদের ক্ষমতায়ন: নতুন এবং উদ্ভাবনী ধারণাগুলির জন্য একটি সুরক্ষা জাল প্রদান করা, তহবিলের অভাবের কারণে প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যর্থতা হ্রাস করা।

জাতীয় নাগাল: প্রধান মহানগরগুলির বাইরে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা যাতে, উদ্ভাবন দেশের প্রতিটি কোণে সমৃদ্ধ হয়।

উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ মূলধনের ব্যবধান মোকাবেলা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে: স্বনির্ভরতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রগুলিতে বৃহত্তর মূলধন নির্দেশ করা।

ভারতের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের পটভূমি আরও জোরদার করার জন্য ভারতের অভ্যন্তরীণ উদ্যোগ মূলধন ভিত্তি, বিশেষ করে ছোট তহবিলকে শক্তিশালী করা।

স্টার্টআপ ইন্ডিয়া এফওএফ ২.০ ভারতের অর্থনৈতিক গতিপথ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা রূপান্তরমূলক প্রভাব ফেলবে।

স্টার্টআপ ইন্ডিয়া ফান্ড অফ ফান্ডস ২.০ ভারতের উদ্ভাবন-নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধির এজেন্ডাকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক প্রযুক্তি, পণ্য এবং সমাধান তৈরি করে এমন স্টার্টআপগুলিকে সমর্থন করে, এই তহবিল ভারতের অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালী করতে, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে, উচ্চমানের কর্মসংস্থান তৈরি করতে এবং ভারতকে একটি বিশ্বব্যাপী উদ্ভাবনী কেন্দ্র হিসাবে স্থান দিতে অবদান রাখবে।

২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত (উন্নত) ভারতের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এই তহবিল উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে এবং ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের পূর্ণ সম্ভাবনা উন্মোচনের জন্য সরকারের অব্যাহত প্রতিশ্রুতির প্রতিনিধিত্ব করে।

সিনেমার খবর

‘ধুরন্ধর ২’-এ দেখা যাবে সালমান খানকে?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে বিভিন্ন রেকর্ড ওলটপালট করে দেওয়া চলচ্চিত্র ‘ধুরন্ধর’। বক্স অফিস ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি আয় করা সিনেমার তালিকায় ওপরের দিকেই জায়গা করে নিয়েছে এটি। বছর না পেরোতেই এবার ‘ধুরন্ধর ২’ নিয়ে বড় পর্দায় ফিরছেন পরিচালক আদিত্য ধর। তার আগেই বলিউডে জোর গুঞ্জন, রণবীর সিংয়ের পর এবার এ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যুক্ত আছেন সালমান খান।

জানা গেছে, দ্বিতীয় কিস্তির চিত্রনাট্যে ‘বড় সাহেব’ নামের এক শক্তিশালী ও রহস্যময় চরিত্র আছে।এই চরিত্রই মূলত প্রথম পর্বের সব ঘটনার মাস্টারমাইন্ড। সিনেমাসংশ্লিষ্টরা এই চরিত্রের জন্য এমন এক সুপারস্টারকে চান, যাকে নিয়ে দর্শকদের মাঝে ব্যাপক উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়বে। সেখানেই উঠে এসেছে বলিউড ভাইজানের নাম।

ট্রেড বিশ্লেষকরাও মনে করছেন, সিনেমায় রণবীর সিংয়ের এনার্জি আর সালমান খানের ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ ইমেজ এক করা গেলে সেটা বক্স অফিসে রীতিমতো ঝড় তুলবে।

এ সম্পর্কে অভিনেতার ঘনিষ্ট সূত্রের দাবি, সালমান খানের থাকার বিষয়টি ইতিবাচকভাবেই দেখা হচ্ছে। অ্যাকশনভিত্তিক শক্তিশালী চরিত্রে কাজ করা ভাইজানেরও পছন্দ।

যদিও এখন পর্যন্ত প্রযোজনা সংস্থা বা সালমান খানের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়নি।

চলতি বছরের মার্চ মাসে ‘ধুরন্ধর ২’ মুক্তি পাওয়ার কথা আছে। তবে ‘মাস্টারমাইন্ড’ চরিত্রটি নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি ছবির নির্মাতারা।

এবার সাইফ আলি খানের সঙ্গে মিমি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউড সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী দ্বিতীয়বারের মতো ফের বলিউডে অভিনয় করছেন। সাইফ আলি খানের আসন্ন ‘হাম হিন্দুস্তানি’ সিনেমায় দেখা যাবে তাকে।

৩ ফেব্রুয়ারি ছবিটির ফার্স্ট লুক টিজার প্রকাশিত হয়েছে। এটি পরিচালনা করেছেন রাহুল ঢোলাকিয়া।

১ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের প্রকাশিত টিজারটিতে মিমিকেও দেখা গেছে। সিনেমায় ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেনের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সাইফ আলি খান। ভিডিওতে দেখা যায়, সাইফ আলি খানের বক্তব্য শুনে হাততালি দিচ্ছেন মিমি। সেই দৃশ্যে অভিনেত্রীর পরনে আটপৌড়ে শাড়ি, গায়ে জড়ানো শাল। টিজার থেকে ধারণা করা হচ্ছে, গতানুগতিকের বাইরে গিয়ে এবার ভিন্ন এক মিমিকে দেখতে পাবে ভক্ত-অনুরাগীরা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, ভারতের প্রথম জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি নিয়ে ‘হাম হিন্দুস্তানি’ সিনেমার কাহিনি গড়ে উঠেছে। এই নির্বাচন আয়োজনের দায়িত্বে থাকা একদল সরকারি কর্মকর্তার গল্প এতে তুলে ধরা হবে। ঔপনিবেশিক শাসনের রেশ, দেশভাগ এবং ব্যাপক সামাজিক অস্থিরতার উত্তাল প্রেক্ষাপটে একদল সরকারি কর্মকর্তার দৃঢ়তা, সহনশীলতা ও অদম্য সংকল্পের চিত্র সিনেমাটিতে তুলে ধরা হবে।

গত বছরেই ছবিটির শুটিং শুরুর কথা থাকলেও সে সময়ে সাইফ আলি খানের উপর হামলা হওয়ায় সেটি আর শুরু করা সম্ভব হয়নি। এটি মিমির দ্বিতীয় হিন্দি ছবি হতে যাচ্ছে। এর আগে তারই অভিনীত ‘পোস্ত’ সিনেমার হিন্দি রিমেকে অভিনয় করে বলিউডে অভিষেক করেন মিমি। ২০২৬ সালে সাইফ-মিমির ‘হাম হিন্দুস্তানি’ ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে মুক্তির কথা রয়েছে।

হৃতিকের সিক্সপ্যাকের রহস্য লুকিয়ে আছে যেখানে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে খুব কমসংখ্যক সুপারস্টার আছেন, যাদের ফিটনেস আইকন বলে মনে করা হয়। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন অভিনেতা হৃতিক রোশন। প্রায়ই যিনি তার সিক্সপ্যাক অ্যাবস দিয়ে মন জয় করে নেন ভক্ত-অনুরাগীদের। যে লুকে শুধু নারীরাই মুগ্ধ নন, হৃতিক রোশন মন ছুঁয়েছেন বহু পুরুষেরও।

এ অভিনেতাকে নিয়ে তাই অনেকের মনেই প্রশ্ন— যাকে দেখতে এত ফিট, তিনি ঠিক কী কী ধরনের খাবার খেয়ে থাকেন? দীর্ঘদিন চলা এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন খোদ হৃতিক রোশন নিজেই। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে ভক্ত-অনুরাগীদের আগ্রহে নিজেই খোলাসা করেছেন অভিনেতা।

তার ওয়ার্কআউটের পরের খাবারের বেশ কিছু ছবিও পোস্ট করেছেন হৃতিক রোশন। ভক্ত-অনরাগীদের দেখিয়েছেন তার প্লেটে ঠিক যে যে ধরনের খাবার রয়েছে। প্লেটে একদিকে যেমন রয়েছে জোয়ারের রুটি, ঢেঁড়স, বিটরুট, বেগুন ও লাউ; ঠিক তেমনই আছে ডিমের সাদা অংশ ও ডাল, যা প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেটের ব্যালান্স বলা চলে।

সামাজিক মাধ্যমে খাবারের প্লেটের ছবির ক্যাপশনে অভিনেতা লিখেছেন, ওয়ার্কআউটের পরে আমার খাবারের তালিকায় কী থাকে? অনেকের মনেই এমন প্রশ্ন। জোয়ারের রুটি, লাউ, ডিমের সাদা অংশ ও ডাল। যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, সবচেয়ে বেশি কোন খাবার খাওয়ার ইচ্ছে হয় মনে। আমার মতে, সেটি হলো এ ধরনের ভারতীয় খাবার। এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না।

এর আগে হৃতিক রোশন তার হাঁটুর সমস্যাসহ বেশ কিছু অসুস্থতা নিয়েও কথা বলেছেন। কখনো কখনো তার জিভে সমস্যা হতো, আবার কখনো কখনো তার শরীরের কিছু অংশ আটকে যায়। হৃতিক রোশন প্রথমে তার শরীরের গুরুতর সমস্যাগুলো হালকাভাবে নিয়েছিলেন। তবে পরে বিষয়টি বুঝতে পারেন, এটি বেশ কঠিন।

বেশ কিছু অসুস্থতা সত্ত্বেও হৃতিক রোশন বলিউডের সেরা নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে একজন। তার লুক ও সিক্সপ্যাক মন কেড়েছে ভক্ত-অনুরাগীদের। এমনকি তাকে গ্রিক গডের সঙ্গেও তুলনা করা হয়। তবে এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে, তার নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম ও পজিটিভ মানসিকতার ফলে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

এবারও হাত মেলালেন না ভারত-পাকিস্তান অধিনায়ক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নানা নাটকের পর অবশেষে মাঠে গড়েছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার হাইভোল্টেজ ম্যাচ। মাঠে নামার পরও পুরনো উত্তাপ রয়েছে। টসের সময় দুই দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও সালমান আলী আগা আবারও হাত মেলাননি। টস জিতে পাকিস্তান অধিনায়ক ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠান।

রবিবার কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শুরু হয় এই লড়াই।

এর আগে এশিয়া কাপে দুই দলের খেলোয়াড়দের হাত না মেলানো নিয়ে বহু আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবারও

করমর্দন থেকে বিরত থাকার অনুমান ছিল এবং বাস্তবে তাই হয়েছে।

পাকিস্তান অধিনায়ক প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ উইকেট কিছুটা ট্যাকি। রাতের শিশিরের প্রভাবে পিচ ধীরে হয়ে স্পিনারদের সহায়ক হবে বলে তারা মনে করছেন। তবে ভারত নিজেদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী দলে অতিরিক্ত একজন স্পিনার রেখেছে এবং অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব জানিয়েছেন, টস জিতলেও তারা আগে ব্যাট করত।

পাকিস্তান অপরিবর্তিত দল নিয়ে মাঠে নামলেও, ভারত দলে ফিরিয়েছেন নিয়মিত ওপেনার অভিষেক শর্মাকে। তিনি সঞ্জু স্যামসনের জায়গায় খেলছেন। ফলে ওপেনিংয়ে দুজন বাঁহাতি ব্যাটার হয়েছে। এছাড়া বাঁহাতি পেসার আর্শদীপ সিংয়ের বদলে দলে এসেছেন স্পিনার কুলদীপ যাদব।

ভারতের একাদশ:

ঈশান কিষাণ, অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া, শিভাম দুবে, রিঙ্কু সিং, আকসার প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী, জসপ্রিত বুমরাহ।

পাকিস্তানের একাদশ:

সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, সালমান আলী আগা (অধিনায়ক), বাবর আজম, শাদাব খান, উসমান খান, মোহাম্মদ নওয়াজ, ফাহিম আশরাফ, শাহীন শাহ আফ্রিদি, উসমান তারিক, আবরার আহমেদ।

আল-হিলালকে ইউরোপীয় জায়ান্টদের সঙ্গে তুলনা বেনজেমার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিজের নতুন ক্লাব আল-হিলালের খেলোয়াড় হতে পেরে খুবই খুশি ফরাসি তারকা ফুটবলার করিম বেনজেমা। ক্লাবটিকে বেনজেমা এশিয়ার রিয়াল মাদ্রিদ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

আল-ইত্তিহাদের সঙ্গে তার চুক্তি বাতিল হওয়ার পর সৌদি পেশাদার লিগের ক্লাব আল-হিলালে সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) যোগ দিয়েছেন বেনজেমা।

স্থানীয় গণমাধ্যমের তথ্যমতে, আল-ইত্তিহাদের সঙ্গে চুক্তি নবায়নের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পরই আল-হিলালে তার যোগদান চূড়ান্ত হয়। সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ এই স্ট্রাইকার ক্লাবটির হয়ে শেষ দু'টি লিগ ম্যাচে অনুপস্থিত ছিলেন।

ফ্রি ট্রান্সফার সুবিধায় করিম বেনজেমাকে দলে ভিড়িয়েছে আল-হিলাল।

যোগদানের পর আল-হিলালের ওয়েবসাইটে দেওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে ফরাসি স্ট্রাইকার ও ২০২২ ব্যালন ডি'অর জয়ী বেনজেমা বলেন, ক্লাবে থাকতে পেরে তিনি আনন্দিত।

এসময় তিনি আল-হিলালকে এশিয়ার রিয়াল মাদ্রিদ হিসেবে বর্ণনা করেন, 'ভালো লাগছে। এখানে থাকতে পেরে আমি খুশি। দলের সঙ্গে, কোচের অধীনে প্রথম অনুশীলনের পর আমি সত্যিই খুব আনন্দিত এবং এই দলের অংশ হতে পেরে গর্বিত। এটি একটি ভালো দল, যার ইতিহাসও সমৃদ্ধ। তারা অনেক ট্রফি জিতেছে। এটা অনেকটা রিয়াল মাদ্রিদের মতো, এশিয়ার রিয়াল মাদ্রিদ। সবকিছুই ভালো, সমর্থকরা ভালো। ভালো ফুটবল খেলে, তাদের ভালো খেলোয়াড় আছে এবং মানসিকতাও দারুণ।'

তিনি আরও বলেন, আগেও ক্লাবটিকে তার পছন্দ ছিল। যখন তিনি রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে আল-হিলালের বিপক্ষে খেলতেন তখনও তার এই ক্লাবটিকে ভাল লাগতো।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আগেও আমি এই দলটিকে পছন্দ করতাম। মাদ্রিদের হয়ে আমি তাদের বিপক্ষে খেলেছি, আর সেটা সহজ ম্যাচ ছিল না। ভালো একটি ম্যাচ ছিল এবং আমার ভালো স্মৃতি আছে। আজ আমি খুশি, কারণ এখন আমি আল-হিলালের খেলোয়াড়।'

নামিবিয়াকে বিদায় করে আশা বাঁচিয়ে রাখল যুক্তরাষ্ট্র

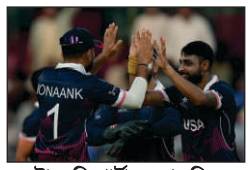

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে হেরে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সুপার এইটের দৌড় থেকে বাদ পড়েছে নামিবিয়া। আর এই ম্যাচ জিতে আশা বাঁচিয়ে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। যদিও আশাটা খুবই ক্ষীণ। গ্রুপ পর্বের সবকটি ম্যাচ খেলে ফেলায় ভারত ও পাকিস্তানের ওপর তাদের সুপার এইট নির্ভর করছে।

ভারত ও পাকিস্তান আজ কলম্বোয় মুখোমুখি হয়েছে। এটিসহ তাদের প্রত্যেকের ম্যাচ বাকি ২টি করে। দুদল একটি করে ম্যাচ জিতলেই যুক্তরাষ্ট্রের আশা শেষ হয়ে যাবে। নেদারল্যান্ডস ভারতের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে জিতে নেট রানরেট যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ভালো করতে পারলেও তাদের বিদায় নিশ্চিত হবে।

চেন্নাইয়ে আজ নামিবিয়াকে ৩১ রানে হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তাদের ১৯৯ রানের জবাবে নির্ধারিত ওভার শেষে ১৬৮ রান করতে পেরেছে নামিবিয়া। ৩ ম্যাচের মধ্যে একটিও জিততে পারেনি তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের আশা বাঁচিয়ে রাখার নায়ক সঞ্জয় কৃষ্ণমূর্তি। তার ৩৩ বলে ৬ ছক্কায় ৬৮ রানের ইনিংসের বদৌলতেই ৪ উইকেটে দুশোর কাছাকাছি পৌঁছায় যুক্তরাষ্ট্রের সংগ্রহ। গুরুত্বপূর্ণ রান তুলেছেন অধিনায়ক মোনাঙ্কও। ৩০ বলে ৩ ছয় ও সমানসংখ্যক চারে ৫২ রান করেছেন এই ওপেনার। বাকিদের মধ্যে মিলিন্দ কুমার ২৮ ও শায়ান জাহাঙ্গীর ২২ ও সাইতেজা মুকামেলা ১৭ রান করেন।

জবাবে ৫৮ রান করেন নামিবিয়া ওপেনার লরেন স্টিনক্যাম্প। অবশ্য বাকিরা যোগ্য সঙ্গ দিতে পারেননি। জেজে স্মিত ৩১, নিকোল লফটি ২৮, ইয়ান ফ্রাইলিঙ্ক ১৯ ও জেন গ্রিন ১৮ রান করেন। যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে ৩০ রানের বিনিময়ে ২ উইকেট নিয়েছেন এখন পর্যন্ত আসরের সেরা বোলার শ্যাডলে ফন শ্যালকিক। ৪ ম্যাচে তার শিকার ১৩ উইকেট।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR